Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 60 - 67
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, published on January 2024, Page No. 60 - 67
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার শব্দ : জীবন-অভিজ্ঞতার খোলা আকাশ

ড. দিব্যজ্যোতি কর্মকার

Email ID: dibyajyotibengali@gmail.com

Received Date *11. 12. 2023*
Selection Date *12. 01. 2024*

Keyword
Traditional word, Syllable, Suprasegmental sound, Proverbs and Idioms, Segmental Transformation.

Abstract
The poet's world is created through the selection, application and arrangement of words. Most of the poets of the thirties suffer from the complicacy of words. Sudhindranath Dutta, Bishnu De, Amiya Chakroborty gave importance to the words outside the known table. From that point of view the poets of the forties created their own language of thinking through the traditional words. Subhas Mukhopadhyay is considered to be a pioneer in this tradition. Along with the change in observation of life, he changed the form of poetry and wanted to find a new language of poetry.

Discussion

"মালার্মে তাঁর এক বন্ধুকে বলেছিলেন 'you don't write poems with ideas my dear, but with words.' বন্ধু কবিতা লিখবে ভাব দিয়ে নয়, কথা দিয়ে।"[১] আর এটিই যেন হয়ে দাঁড়িয়েছে কবিতা লেখার অলিখিত নিয়ম। তাই প্রায় প্রত্যেক কবিই নিজেদের কবিতায় স্বাতন্ত্র্য রক্ষার তাগিদে শব্দ নিয়ে বিস্তর ঘষামাজা করে থাকেন। কবিতার ভাষা সম্পর্কে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ধারণাও ছিল খুব স্পষ্ট – "মুখের ভাষায় যে জাদু থাকে, সেটা কবিতায় উঠিয়ে আনতে হবে। শব্দে ফোটে সুরেলা ছবি। বেশি কথাকে কম কথায় আঁটানো, কথায় রঙ ফলানো, নিরাকারকে আকার দেওয়া, কথায় কথা জুড়ে মানুষকে নিশানা দেখানো – লোকমুখের ভাষার ধর্মই তো এই।"[২] দৈনন্দিন জীবনে যা চোখে দেখেছেন, যা কানে শুনেছেন – সে সব দিয়েই কবি সুভাষ গড়ে তুলেছেন তাঁর কবিতা।

শব্দ নির্বাচন, প্রয়োগ ও বিন্যাসের মধ্য দিয়েই তৈরি হয় কবির জগৎ। ১৮২৭ খ্রিঃ এক কবি সম্মেলনে কোলরিজ বলেছিলেন – 'Poetry is the best words in the best order'. কবি কবিতায় একটার পর একটা শব্দকে এমনভাবে বিন্যস্ত করেন যে, শব্দগুলোর ভিতরে তৈরি হয় এক অবিচ্ছেদ্য অদৃশ্য বন্ধন। এ যেন অনেকটা পুঁতির মালার মতো, যদি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 60 - 67
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

একটাও পুঁতিকে জোর করে বিচ্ছিন্ন করা হয় তাহলে মালার পুরো গঠনটাই নষ্ট হয়ে যাবে। কবিতার শব্দগুলোও পরস্পরের সঙ্গে এমনভাবেই সম্পর্কিত, একটা শব্দের বিলোপনেই কবিতার সমগ্র গঠন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে। কবিতার শব্দগুলোর মধ্যে পারস্পরিক এই বোঝাপড়াই হল অন্বয়। কবিতা পাঠের সময় আমরা খণ্ড শব্দকে উচ্চারণ করি না। শব্দ হল অর্থপূর্ণ ধ্বনির সমষ্টি। এই ধ্বনি সমষ্টিগুলো একত্রে উচ্চারিত হয়ে কবিতাকে সমৃদ্ধ হতে সাহায্য করে এবং পাঠকের সাথে এক অদৃশ্য ভাবের বন্ধন গড়ে তোলে। কবি শব্দ নির্বাচন করার সময় শব্দের ধ্বনিগত গঠনের কথাটি মাথায় রাখেন, কারণ শব্দগুলির পারস্পরিক বিন্যাসের মধ্য দিয়ে তৈরি হয় অন্বয়। অন্বয়ের অদলবদল মৌলিক পরিবর্তন ঘটায় ধ্বনির তলে। ফলে কবিতার সাংগীতিক প্যাটার্নটি ভেঙে পড়ে।

Roman Jakobson শব্দ নির্বাচনের দুটি প্রক্রিয়ার কথা বলেছেন[৩] –
ক. Paradigmatic choice বা বৈকল্পিক নির্বাচন,
খ. Syntagmatic choice বা আন্বয়িক নির্বাচন।

বৈকল্পিক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে একজন কবি যে শব্দগুলি বেছে নেন সেই শব্দগুলির ক্রমবিন্যাস অর্থাৎ কোন্‌টি কার পাশে বসলে বা আগে পরে যোজনা করলে বাক্যটি সবচেয়ে সুন্দর হবে তা নির্ভর করে আন্বয়িক নির্বাচনের উপর। আন্বয়িক নির্বাচনকে বলা হয় বাক্যের syntactical arrangement. এখানে বৈকল্পিক নির্বাচন যদি হয় vertical line তাহলে আন্বয়িক নির্বাচন হবে horizontal line. অর্থাৎ একজন কবি-সাহিত্যিক vertical line-এর মধ্য দিয়েই তৈরি করে নেন horizontal line. বিষয়টি উদাহরণের সাহায্যে স্পষ্ট করা যেতে পারে–

"পাগল বাবরালির চোখের মতো আকাশ"   [সালেমনের মা/ফুল ফুটুক]

চোখের	আকাশ
নয়ন	গগন
নেত্র	অম্বর
আঁখি	নভ

বৈকল্পিক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে চোখ বা আকাশের প্রতিশব্দ হিসেবে নয়ন, নেত্র, আঁখি অথবা গগন, অম্বর, নভ শব্দগুলি ব্যবহার করলে পঙক্তিটির মূল অর্থ হয়তো একই থেকে যেত। কিন্তু ভেঙে পড়ত অন্বয়ের সংগীত। শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্যের কথায়– "কবিতার সাংগীতিক কাঠামো তৈরি করে ধ্বনি (sound), অর্থ নয়। ফলে ধ্বনির শর্তেই কবিতার ভাষায় প্রতিশব্দের স্থান নেই।"[৪]

সাহিত্যিক শব্দ ব্যবহারের বৈচিত্র্যের সাহায্যে ফুটিয়ে তোলেন নিজস্ব রচনার স্টাইল। তাই তাঁর রচনায় শব্দের বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। আমরা দেখার চেষ্টা করব সুভাষ মুখোপাধ্যায় কীভাবে তাঁর কবিতায় শব্দের বিচিত্র সম্ভার নিয়ে হাজির হয়েছেন। যুদ্ধ-মন্বন্তর-দাঙ্গা-দেশভাগ একের পর এক আঘাতে সমাজ ও সময় যখন কিছু প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখীন হয়েছিল তখন সমাজ বদলে দেওয়ার অঙ্গীকার নিয়ে মার্কসীয় দর্শনে আস্থা রেখে তিনি কবিতা লিখতে শুরু করলেন, ফলত সেই অনুযায়ী তাঁকে কবিতার শব্দ নির্বাচন করতে হল। তাঁর প্রথম দিকের কবিতায় পাওয়া যায় কমিউনিস্ট ভাবনা ও সমাজতান্ত্রিক ভাবনার সঙ্গে যুক্ত শব্দ ও শব্দগুচ্ছ –
কমরেড, লাল উল্কি, বুর্জোয়া, হাতুড়ি ও কাস্তে, বিপ্লব, লড়াই, মজুর, ধর্মঘট, চেক-চীনা সংকট, লেনিন-দিবস, গ্লেসিয়ার দিন, লালসৈনিক, সাম্যবাদী, বলশেভিক, লেনিন, এঙ্গেলস, মার্ক্স, নবযুগ, লাল প্রত্যুষ, সাম্য, নিষিদ্ধ খনির গর্ভে লালকোর্তা সূর্যের বারতা, ধনতন্ত্রে নাভিশ্বাস, স্তালিনগ্রাড, লাল ঝাণ্ডা, মুক্তিদাতা মজুর চাষা, ধনতন্ত্রের কবর, মুক্তিনিশান, হো চি মিন, কমরেড স্তালিন, আসন্ন বিপ্লব, লাল নিশান প্রভৃতি।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম দিকের কবিতায় যেভাবে কমিউনিস্ট ভাবনার সঙ্গে যুক্ত শব্দেরা আনাগোনা করে, শেষের দিকের কবিতায় সেই সংখ্যা প্রায় নেই বললেই চলে। আসলে একটা সময়ের পর থেকে তিনি ধীরে ধীরে দল

থেকে নিজেকে আলাদা করে নিতে থাকেন এবং শেষপর্যন্ত পার্টির সদস্যপদ ছেড়ে দেন। তবে সারাজীবন মার্কসীয় দর্শনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অটুট ছিল। তাই আমরা যখন তাঁর কবিতায় শব্দ ব্যবহারের ক্রম বিবেচনা করি তখন দেখি কমিউনিস্ট চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে সম্পৃক্ত শব্দগুলোর স্থানে চলে আসছে নতুন আশাবাদের তাৎপর্য বহনকারী অনুষঙ্গ –

"বসে রয়েছি কালবোশেখি
ঝড়ের আশায়
ভালোবাসা বাড়াচ্ছে হাত
নীলকণ্ঠ পাখির বাসায়"।। [উড়ো চিঠি/ ধর্মের কল]
"রাজ্যলোভ, রক্ত, কাটাকাটি
আর নয়।
নরোত্তম, তোমার হাত ধরে
ভুবন ভরে
দর্শন দিক
সমন্বয়
সুখশান্তি,
যোগক্ষেম,
প্রেম" [সখা হে/ ধর্মের কল]

কোনও কবি যখন কবিতা লিখতে শুরু করেন তখন নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার একটা তাগিদ থাকে। তাই হয়তো তিনি তখন উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ, তৎসম শব্দ, সন্ধিজাত বা সমাসবদ্ধ শব্দ একটু বেশিই ব্যবহার করেন। কিন্তু অভিজ্ঞতার তরণী বেয়ে কবি যতই অগ্রসর হতে থাকেন ততই শব্দগত জটিলতা কমতে থাকে তাঁর কবিতায়। জীবনানন্দ থেকে বিষ্ণু দে, সমর সেন থেকে অরুণ মিত্র প্রত্যেক কবির ক্ষেত্রেই এ-কথা ধ্রুব সত্য। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও এই ধারার ব্যতিক্রম নন।

বিভিন্ন শব্দের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন রকম। কোনও শব্দের অক্ষর সংখ্যার উপর শব্দের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে। একটি মাত্র অক্ষর দিয়ে গড়া শব্দ সবচেয়ে ছোটো। দুটি অক্ষর দিয়ে গড়া শব্দ স্বাভাবিক ভাবে একাক্ষর শব্দের চেয়ে দীর্ঘ হবে। সুভাষের কবিতায় একাক্ষর, দ্ব্যক্ষর, তিন অক্ষর এবং চার অক্ষর বিশিষ্ট শব্দই সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। যথা –

একাক্ষর বিশিষ্ট শব্দ : চাঁদ, চোখ, রোদ, লাল, ছিপ, ঢেউ, ভিড়, বান, ছাই, মাঠ, শাঁখ, ঘাট, সরা, ছাঁট, পাড়, ছই, ভোজ, পাত, খড়ি, খেপ, সং, ত্রাস, ত্রাণ।

দ্ব্যক্ষর বিশিষ্ট শব্দ : ধূলিসাৎ, ক্রুদ্ধ, অলীক, পন্থা, নিথর, রাত্রি, বৃথা, শপথ, হৃদয়, স্পর্ধা, কর্কশ, দংশন, মাভৈ, কৌমার, বাল্য, বিস্ময়, কাতর, ফুৎকার।

তিন অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ : কল্পনা, গোচারণ, পুলকিত, পণ্ডশ্রম, জনতা, শূন্যতা, অকপট, অতন্দ্র, আততায়ী, অনর্গল, ধুরন্ধর, সাময়িক, ভব্যতা, শুচিবাই, পদাতিক, স্বয়ম্ভু, সর্বস্বান্ত, শুভেচ্ছা, শতাব্দী, কৌতূহল, অতিশয়।

চার অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ : মনোনয়ন, শিরোধার্য, মরীচিকা, কঠিনচেতা, অবৈতনিক, সব্যসাচী, এতৎসত্ত্বেও, তত্ত্বমসি, আততায়ী, সমন্বয়, স্পন্দমান, প্রতিদ্বন্দ্বী, কায়কল্প, অন্তর্জলি, নামাবলী, পারদর্শী, পরম্পরা।

বুদ্ধদেব বসু কবিতার ভাষায় যে আন্দোলন শুরু করার কথা বলেছিলেন তার মূল কথা ছিল কাব্যিকতা মুক্ত কবিতার ভাষা সৃষ্টি। যদিও তিনি নিজে এই প্রচেষ্টায় সর্বাত্মক সফল হতে পারেননি। কিন্তু চারের দশকের কবিদের সাধারণ প্রবণতাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল কাব্যিক শব্দকে বাদ দিয়ে আটপৌরে শব্দকে আপন করে নেওয়া। সুভাষ এই ধারায় একদম সামনের সারিতেই অবস্থান করেছেন। কিন্তু তিনি চারের দশক বা তার পরবর্তী সময়েও মাঝে মাঝেই কাব্যিক শব্দকে কবিতায়

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 60 - 67
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নিয়ে এসেছেন, তবে কাব্যিকতার জন্য নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব কাব্যিক শব্দ স্যাটায়ারের উপকরণ হয়ে দেখা দিয়েছে। যেমন –

প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য [মে-দিনের কবিতা/ পদাতিক]
চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য [মে-দিনের কবিতা/ পদাতিক]
জানি বাণিজ্যে লক্ষ্মী; যদিও/ ছিদ্রিত থলি ও-পথে বাধা [কানামাছির গান/ পদাতিক]
হাত বদলায় শহর কলকাতা
নগরলক্ষ্মী পথের ধুলায়
বিছান ছেঁড়া-কাঁথা [হাল ছাড়া/ ধর্মের কল]

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার ভাষা যত মানুষের কথ্য বাচনভঙ্গিকে স্পর্শ করছে ততই ধ্বন্যাত্মক ও অনুকার শব্দের ব্যবহার বেড়েছে। তাই তাঁর প্রথম দিকের তুলনায় শেষের দিকের কাব্যে ধ্বন্যাত্মক ও অনুকার শব্দের সংখ্যা বেশি। আসলে ধ্বন্যাত্মক ও অনুকার শব্দ আটপৌরে ভাষা তৈরি করার উপযুক্ত আয়ুধ। এছাড়াও এই শব্দগুলি এক সাংকেতিক দ্যোতনা বহন করে এবং শ্রুতির অতীত সংবেদন সৃষ্টি করে পাঠকের মনে এক ইমেজ তৈরি করে। যেমন –

ধ্বন্যাত্মক শব্দ

ঝড় আসছে, আকাশে মেঘ
চোখ পিট্‌পিট্‌ করে [ঝড় আসছে/ অগ্নিকোণ]
কলতলায়
ঝমর ঝম খনর খন ক্যাঁচ ঘ্যাঁষঘিঁষ ক্যাঁচর ক্যাঁচর
শব্দ উঠল [মেজাজ/ যত দূরেই যাই]
সকালের কাগজগুলো
ঠাস্‌ ঠাস্‌ করে
পড়তে থাকবে [সকালের ভাবনা/ কাল মধুমাস]
ইঞ্জিনের গোঁ গোঁ শব্দ ডুবছে উঠছে বিড়ির দোকানে
আলী আকবরের সরোদ।...
সমানে কাতরাচ্ছে হর্ন
ভ্যাঁপ্‌পো ভ্যাঁপ্‌পো ভ্যাঁপো। [সুখে থাকো/ এই ভাই]
তারপর জলের ধারে শোনা যায়
বহু সাধ্যসাধনার ডাক :
আয় হাঁস, চইচই
আয় হাঁস,
চইচই-চইচই [চইচই-চইচই/ চইচই-চইচই]

অনুকার শব্দ

আর এই লেখা-টেখা সংসার-টংসার এই নিয়েই ব্যস্ত [মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ/ যত দূরেই যাই]
হরতাল-টরতাল ভাঙতে হয়
এই এমনি করে – [তানসেন গুলি/ এই ভাই]
ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধু-টুদ্ধু! [আরে ছো/ বাঘ ডেকেছিল]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 60 - 67
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বাবা লিখত : এ করো-না, সে করো-না খালি।
ডুববে, সাপে কাটবে কিংবা করবে অসুখ-বিসুখ [যা রে কাগজের নৌকো/ যা রে কাগজের নৌকো]
বনবিবিকে পুজো-দেওয়া তাদের ঘটপট
এখনও মাটিতে ছড়িয়ে রয়েছে [ধর্মের কল/ ধর্মের কল]

সুভাষের কবিতার এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল শব্দদ্বৈতের ব্যবহার। এই ধরনের শব্দের ব্যবহার পাঠকের মনে রচনা সম্পর্কে নতুন সংবেদন তৈরি করে এবং কবিতার ভাবনার দিকে আগ্রহ নিক্ষেপ করায়। তাঁর কবিতায় শব্দদ্বৈতের ব্যবহার নেই এরকম কবিতার সংখ্যা হাতেগোণা কয়েকটি। ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও অনুকার শব্দও এক ধরনের শব্দদ্বৈত। কবি সুভাষের কবিতায় অধিকাংশ শব্দদ্বৈতই হয় ধ্বন্যাত্মক শব্দ অথবা অসমাপিকা ক্রিয়া। তিনি শব্দদ্বৈতকে কীভাবে ব্যবহার করেছেন তা উদাহরণের মাধ্যমে দেখে নেব –

বিশেষ্য পদের শব্দদ্বৈত : মুখে মুখে (আজ আছি কাল নেই/ একটু পা চালিয়ে, ভাই), গাছে গাছে (গাছে গাছে/ ফুল ফুটুক), কোটরে কোটরে (শতকিয়া/ যা রে কাগজের নৌকো), আকাশে আকাশে (শতকিয়া/ যা রে কাগজের নৌকো), পাতায় পাতায় (ভগ্নদূত/ যা রে কাগজের নৌকো)

বিশেষণ পদের শব্দদ্বৈত : চাপ চাপ (এক মাঘে শীত যায় না/ ধর্মের কল), আস্তে আস্তে (গদির মধ্যে যদি/ ধর্মের কল), ক্ষুদে ক্ষুদে (হচ্ছেটা এই/ ধর্মের কল), খোঁচা খোঁচা (দৃশ্যত/ যা রে কাগজের নৌকো), ফ্যাল ফ্যাল (ভয় দেখাই/ যা রে কাগজের নৌকো), ছোট ছোট (শতকিয়া/ যা রে কাগজের নৌকো), একা একা (এসো হে/ যা রে কাগজের নৌকো)

অসমাপিকা ক্রিয়ার শব্দদ্বৈত : নড়িয়ে নড়িয়ে (বাপু হে/ ধর্মের কল), পেটাতে পেটাতে (যা রে কাগজের নৌকো/ যা রে কাগজের নৌকো), ঘুরে ঘুরে (ছায়াপাত/যা রে কাগজের নৌকো), বাজাতে বাজাতে (ডোমকানা/যা রে কাগজের নৌকো), নাচতে নাচতে (হায়েনার হাসি/যা রে কাগজের নৌকো), ছুটতে ছুটতে (হায়েনার হাসি/যা রে কাগজের নৌকো), যেতে যেতে (কেন যে/বাঘ ডেকেছিল), টলতে টলতে (ছাড়াছাড়ি/বাঘ ডেকেছিল), দুলতে দুলতে (মনে পড়ে কি/বাঘ ডেকেছিল)

ধ্বন্যাত্মক শব্দের শব্দদ্বৈত : গুড়ুম গুড়ুম (খালি পুতুল/বাঘ ডেকেছিল), ছপ ছপ (টানা ভগতের প্রার্থনা/বাঘ ডেকেছিল), চইচই-চইচই (চইচই-চইচই/ চইচই-চইচই), টুপটাপ টুপটাপ (চইচই-চইচই/চইচই-চইচই), গোঁ গোঁ (বোনটি/জল সইতে), ছপাৎ ছপাৎ (আজ আছি কাল নেই/একটু পা চালিয়ে, ভাই), দুম দুম (আজ আছি কাল নেই/একটু পা চালিয়ে, ভাই)

এখন লক্ষ করা যেতে পারে শব্দদ্বৈত ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুভাষ অক্ষরগত মিলের বিন্যাসটি কীভাবে ব্যবহার করেছেন।

কোটরে কোটরে [cv.cv.cv, cv.cv.cv] আকাশে আকাশে [v.cv.cv, v.cv.cv]
গাছে গাছে [cv.cv, cv.cv] মুখে মুখে [cv.cv, cv.cv]
ক্ষুদে ক্ষুদে [cv.cv, cv.cv] খোঁচা খোঁচা [cv.cv, cv.cv]
ভিজে ভিজে [cv.cv, cv.cv] কচি কচি [cv.cv, cv.cv]
পেটাতে পেটাতে [cv.cv.cv, cv.cv.cv] গিলতে গিলতে [cvc.cv, cvc.cv]
বাজাতে বাজাতে [cv.cv.cv, cv.cv.cv] যেতে যেতে [cv.cv, cv.cv]
নাচতে নাচতে [cvc.cv, cvc.cv] টলতে টলতে [cvc.cv, cvc.cv]

এভাবে বিচার করলে দেখা যায় সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে cv.cv, cv.cv ক্রমটি। কিন্তু ধ্বন্যাত্মক শব্দের শব্দদ্বৈতের ক্ষেত্রে অক্ষরগত মিলের বিন্যাসটি বিচার করলে দেখা যায় সেখানে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে cvc, cvc ও cv, cv ক্রমটি –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 60 - 67
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গোঁ গোঁ [cv, cv] ধূ ধূ [cv, cv]
দুম দুম [cvc, cvc] ছপ ছপ [cvc, cvc]
থু থু [cv, cv] খিল খিল [cvc, cvc]

পাশাপাশি ধ্বন্যাত্মক শব্দের শব্দদ্বৈতের ক্ষেত্রে আরও দুটি ক্রমের ব্যবহারও লক্ষ করা যায় –

cvv, cvv – দাউ দাউ, সাঁই সাঁই, ঘেউ ঘেউ

cv. cvc, cv. cvc – গুড়ুম গুড়ুম, ছপাৎ ছপাৎ

সুভাষ মুখোপাধ্যায় শব্দগত বিন্যাস, পঙক্তির বিন্যাস এবং স্তবকের মধ্যে স্পেসকে ব্যবহার করে কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন নৈঃশব্দ্যের ব্যঞ্জনা –

কাল সারাটা দিন আমাকে আলোড়িত করেছে
এক স্বপ্ন।
কোটালের বানের উত্তুঙ্গ তরঙ্গ-শিখরে উঠে
আমি দুহাতে ছুঁয়েছিলাম
আকাশ। [জয়মণি, স্থির হও/ ফুল ফুটুক]

এখানে যদি বাক্যগুলি এভাবে বলা হত "কাল সারাটা দিন আমাকে আলোড়িত করেছে এক স্বপ্ন" অথবা "আমি দুহাতে ছুঁয়েছিলাম আকাশ" তাহলে তা নিছক বিবৃতিমূলক হয়ে যেত। শব্দ বিন্যাসের সময় কবি 'স্বপ্ন' বা 'আকাশ' শব্দদুটিকে এমন জায়গায় রাখলেন যাতে তা বিশেষভাবে focused হল। সুভাষ যে দিনটাকে ভীষণভাবে পেতে চান সেই দিনটার স্বপ্ন তাঁকে কীভাবে আলোড়িত করেছে অথবা তিনি যে আকাশটাকে ছুঁতে চান তা যে অনেক অনেক দূর সেটা নৈঃশব্দ্যের ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়েই স্পষ্ট হয়ে যায়।

ও মেঘ
ও হাওয়া
ও রোদ
ও ছায়া
যাচ্ছি। [যাচ্ছি/ জল সইতে]

এখানে চারটি বাক্য গঠনের সম্ভাবনা রয়েছে, যথা – ও মেঘ আমি যাচ্ছি, ও হাওয়া আমি যাচ্ছি, ও রোদ আমি যাচ্ছি, ও ছায়া আমি যাচ্ছি। কিন্তু এই কবিতায় সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করা হল না। এই অংশে মেঘ, হাওয়া, রোদ, ছায়া কোনো অর্থগত তাৎপর্য বহন করছে কীনা সেটা প্রাধান্য পেল না। শব্দের বিলোপন ও পঙক্তি বিন্যাসের মধ্য দিয়ে নৈঃশব্দ্যের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করা হল। সোপানের পর সোপানে বেয়ে নামতে নামতে কবি বিদায় নিচ্ছেন। নৈঃশব্দ্যের ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হল কবির মৃত্যুচিন্তা।

"হপ্তাবাজারে বিরাট সভা কাল – শান্তির" [একটি লড়াকু সংসার/ ফুল ফুটুক]

সুভাষ এভাবে বললেন না – "হপ্তাবাজারে বিরাট সভা কাল শান্তির"। এভাবে বললে বাক্যটি শুধু বিবৃতিমূলক হয়ে পড়ত। 'কাল' এবং 'শান্তি' শব্দদুটির মাঝে ড্যাশচিহ্ন ব্যবহার করে সেই সভা আদৌ শান্তির কীনা সে সম্পর্কে প্রশ্নচিহ্ন তুলে দিলেন কবি। এভাবেই তৈরি হল নৈঃশব্দ্যের ব্যঞ্জনা। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় শব্দগত বিন্যাসের মধ্য দিয়ে নৈঃশব্দ্যের পরিসর তৈরি করার এরকম দৃষ্টান্ত প্রায়শই চোখে পড়ে।

একজন লেখক তাঁর লেখার মধ্য দিয়েই নিজেকে প্রকাশ করেন। আর সেই প্রকাশভঙ্গিই তৈরি করে দেয় তাঁর নিজস্ব সিগনেচার, যার মধ্য দিয়ে পাঠক অন্যান্য লেখকদের থেকে তাঁকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 60 - 67
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিশেষত্বই হল সাধারণ মানুষের প্রতিদিনকার চলনসই ভাষাকে কবিতায় ব্যবহার। তাই কবিতাকে দৈনন্দিনে মুক্তি দিতে গিয়ে তিনি নিয়ে এসেছেন প্রবাদ-প্রবচন ও বাগ্‌ধারা। "আমার ভাষায় ছাপ ফেলেছে কেষ্টনগরের মেয়ে আমার মা। ইংরেজি না-জানা গেরস্থ বাড়ির মা-বউ, হাট-বাজার, মাঠ-ঘাটে গতরে খাটা লোকজন আর কথায় কথায় প্রবাদের বুলি আওড়ানো ছড়াকাটা রাম রহিম যদু মধু।"[৫] প্রবাদ-প্রবচনগুলি কখনও অবিকৃতভাবেই ব্যবহার করেছেন। আবার কখনও এমনভাবে ভেঙে কবিতায় ব্যবহার করেছেন যে সেগুলি এক অন্য মাত্রা নিয়ে হাজির হয়েছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একটি কাব্যের নাম প্রচলিত প্রবাদ কেন্দ্রিক – 'ধর্মের কল'। এছাড়াও তিনি তাঁর কিছু কবিতার নামকরণও করেছেন প্রবাদ-প্রবচন ও বাগ্‌ধারা অনুযায়ী, যথা – অরণ্যে রোদন, রাম নাম সত্ হ্যায়, পাথরের ফুল, আলালের দুলাল, এক মাঘে শীত যায় না, কথার ঝুড়ি। আর এভাবেই কবি সুভাষ তাঁর কবিতার ভাষাকে পৌঁছে দিয়েছেন মানুষের মুখের ভাষার কাছাকাছি।

আলোচনার শেষে এসে আমরা দেখার চেষ্টা করব সুভাষ মুখোপাধ্যায় শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ধ্বনি সংযোজন, ধ্বনি বিলোপন, ধ্বনি রূপান্তরণ, ধ্বনি বিপর্যাস প্রক্রিয়াকে কীভাবে কাজে লাগিয়েছেন। এইভাবে শব্দের পরিবর্তন কবিতার ভাষাকে আলাদাভাবে চিনিয়ে দেয়।

ধ্বনি সংযোজন : স্টেশন > ইস্টিশান (সালেমনের মা), যুদ্ধ > যুদ্ধু (লাল টুকটুকে দিন), ত্র্যহস্পর্শ > তেরোস্পর্শ (ছড়ানো ঘুঁটি), স্কুল > ইস্কুল (কে যায়), গ্লাস > গেলাস (জেলখানার গল্প), পাকা > পাক্কা (সর্ষে), ডানা > ড্যানা (তোমাকে দরকার), বার্তা > বারতা (পদাতিক), ডান > ডাইনে (ডাইনে বাঁয়ে), অলক্ষণ > অলুক্ষণে (যেতে যেতে), বুদ্ধ > বুদ্ধু (আরে ছো), রোদ > রোদ্দুর (জলছবি), ত্রাস > তরাস (রাস্তা)

ধ্বনি বিলোপন : গ্রাম > গাঁ (মা, তুমি কাঁদো), উপবাস > উপোসি (একটি লড়াকু সংসার), বজ্র > বাজ (গাজনের গান), তখনই > তক্ষুনি (জেলখানার গল্প), দক্ষিণ > দখিন (কানামাছির গান), গাত্র > গা (বাসি মুখে), ফলাহার > ফলার (সহজিয়া), চিত্ত > চিতে (হাল ছাড়া), অন্ধকার > আঁধার (বাসি মুখে), কুৎসিত > কুচ্ছিত (ফুল ফুটুক না ফুটুক)

ধ্বনি রূপান্তরণ : ক্ষুধা > খিদে (রাস্তার গল্প), নিভে > নিবে (আলোয় অনালোয়), শৃগাল > শিয়াল (ভুলে যাব না), হাকিম > হেকিম (ভুলে যাব না), হিঁচড়া > হেঁচড়াতে (আমার ছায়াটা), ভিখারি > ভিখিরি (কাল মধুমাস), কবিরাজ > কবরেজ (কে যায়), রক্ষা > রক্ষে (নাটক), মিথ্যা > মিছে (সর্ষে), সাহেব > সায়েব (রসুই), অফিস > আপিস (টুল), শিঙা > শিঙে (কাব্যজিজ্ঞাসা), বাম > বাঁয়ে (ডাইনে বাঁয়ে), অলস > আলসে (দাঁড়ানো), সর্বনাশ > সব্বেনাশ (হটাবাহার), ভালো > ভ্যালা (পালানো), ঘৃণা > ঘেন্না (জীবনে প্রথম), প্রত্যয় > পেত্যয় (খালি হাত)

ধ্বনি বিপর্যাস : বাক্স > বাস্ক (রাস্তার গল্প)

এক সাক্ষাৎকারে সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, "শব্দের চোখ-কান আছে। সেই জন্যেই বোধ হয় শব্দও এক রকমের অভিজ্ঞতা।"[৬] সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জীবনকে নিরীক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গি সমৃদ্ধ করেছিল কবির অভিজ্ঞতা, আর কবিতার ভাষাও ক্রমশ মুখের ভাষায় ব্যবহৃত শব্দকে আয়ত্ত করেছিল।

Reference:

১. বরুয়া, বিপ্রদাস, 'কবিতায় বাকপ্রতিমা', মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৬২, পৃ. ৫
২. মণ্ডল, জয়গোপাল (সম্পা.), 'সাহিত্য অঙ্গন', ৪ বর্ষ, ৮ সংখ্যা, ২০১৮, পৃ. ১৪১
৩. Jakobson, Roman, 'Selected Writings', vol – iii, Mouton Publishers, New York, 1981, p. 52
৪. ভট্টাচার্য, শ্যামাপ্রসাদ, 'কবিতার ভাষা : ধ্বনির নন্দনতত্ত্ব', ইন্দাস পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৫৯
৫. ফুয়াদ, আফিদ (সম্পা.), 'শতেক স্মরণে সুভাষ মুখোপাধ্যায়', ষড়বিংশ বর্ষ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, ২০১৮, পৃ. ৩৬
৬. ওই, পৃ. ৪৪

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 07
Website: https://tirj.org.in, Page No. 60 - 67
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Bibliography:

মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, ‘কবিতা সংগ্রহ’ (প্রথম খণ্ড), দে’জ, কলকাতা, ২০০৩
‘কবিতা সংগ্রহ’ (দ্বিতীয় খণ্ড), দে’জ, কলকাতা, ২০০৩
‘কবিতা সংগ্রহ’ (তৃতীয় খণ্ড), দে’জ, কলকাতা, ১৯৯৪
‘কবিতা সংগ্রহ’ (চতুর্থ খণ্ড), দে’জ, কলকাতা, ২০০৭
‘কবিতা সংগ্রহ’ (পঞ্চম খণ্ড), দে’জ, কলকাতা, ২০১৪